যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪ - ২০১৫

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	প্রথম অধ্যায়: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০১-২৯
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৩০-৪৮
৩।	তৃতীয় অধ্যায়: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৪৯-৬৯
৪।	চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বি.কে.এস.পি)	৭০-৭৯
৫।	পঞ্চম অধ্যায়: ক্রীড়া পরিদপ্তর	৮০-৯০
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায়: বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৯০

প্রথম অধ্যায়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠন ও কার্যবণ্টন

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয় । ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় । পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

Rules of Business ১৯৯৬ এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিমণবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে:

1.	যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
2.	স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
3.	যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
4.	নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি ;
5.	যুব পুরস্কার প্রদান ;
6.	যুবদেরকে দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
7.	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
8.	বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
9.	বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
10.	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
11.	ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
12.	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
13.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;

14.	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান ;
15.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
16.	ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন ;
17.	ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ ;
18.	অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
19.	ক্রীড়াবিদদের পেনশন প্রদান ;
20.	আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ;
21.	মন্ত্রণালয়ের অধীনসহ দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
22.	বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
23.	মন্ত্রণালয়ে ন্যসত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
24.	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
25.	আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের ফি ।

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং সুস্বাস্থ্য বিনোদনের জন্য ক্রীড়া।

মিশন

দক্ষ ও উৎপানদশীল যুবসমাজ গঠনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত ও অধস্তন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নিদেদশ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়া, প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে সচিব-এর উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/অধস্তন সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে ।

এই মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য রয়েছে চারটি অধিশাখা যথাঃ (১) প্রশাসন (২) যুব (৩) ক্রীড়া ও (৪) পরিকল্পনা । দুইজন যুগ্মসচিব থাকলেও বর্তমানে ০৬ (ছয়) জন যুগ্মসচিব শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্তবাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন। উক্ত চারটি অধিশাখার অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ২১জন প্রথম শ্রেণির, ১৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২০ জন তৃতীয় শ্রেণির ও ২০ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি । মোট জনবল ৮১ জন । মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংলগ্নী-'ক'-তে সংযুক্ত

প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা
ক	সচিব	১	১
খ	যুগ্মসচিব	২	৬
গ	উপসচিব	৩	৪
ঘ	উপপ্রধান	১	১
ঙ	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯	৫
চ	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪	২
ছ	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
জ	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১
	মোট=	২২ জন	২১ জন

বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কার্যাদি এবং নিষ্পন্নকৃত কার্যাদি

(ক) প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার ৫ টি শাখা রয়েছে। যথা: প্রশাসন- ১ শাখা, প্রশাসন-২ শাখা, সমন্বয় শাখা,বাজেট শাখা এবং আইটিসেল । শাখাসমূহের কার্যাবলি নিমণরূপ:

শাখার নাম: প্রশাসন-১ শাখা
অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫

ক্র নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারিগণের নিয়োগ	০৩ (তিন) জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
২।	শৃঙ্খলা ও আপিল বিষয়ক কার্যাদি।	-
৩।	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম ও কল্যাণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন	০২ (দুই) জন কর্মকর্তার পিআরএল আদেশ জারী করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ, বি ও সি শ্রেণির সরকারি বাসা বরাদ্দকরণ	-
৫।	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি	৪ জন কর্মকর্তা / কর্মচারির অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি মঞ্জুরি	০৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৭।	জাতীয় সংসদদের কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ	জাতীয় সংসদের চাহিদা মোতাবেক কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
৮।	মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে মোটরকার, কম্পিউটার, গৃহনির্মাণ ও মটর সাইকেল অগ্রিমের মঞ্জুরি প্রদান	৩৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	যথাযথভাবে স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় স্টেশনারি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, মেরামত, বিতরণ ও অকেজো মালামাল অপসারণ	যথাযথভাবে কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
১১।	গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা	গ্রন্থাগার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

১২।	পত্রগ্রহণ ও প্রেরণ	১০৩৫টি পত্র গ্রহণ এবং ১১৫০টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ	বিধিবিধান অনুযায়ী আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।
১৪।	সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও আপ্যায়ন	যথাযথভাবে সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১৫।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের দপ্তরের দৈনিক পত্রিকা ও আপ্যায়নসহ আনুষঙ্গিক বিল	পত্রিকা ও আপ্যায়নবাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে।
১৬।	প্রটোকল	প্রটোকল সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
১৭।	উন্নয়ন এবং কমন সার্ভিস	কয়েকটি অফিস কক্ষ সংস্কার করা হয়েছে ।
১৮।	মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণ প্রণয়নসহ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১৯।	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত এবং ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যাদি মন্ত্রণালয় থেকে অপসারন	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত করা ও ব্যবহারের অনুপযোগী আসবাবপত্র অপসারণ করা হয়েছে।
২০।	জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসহ অন্যান্য ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ	গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসমূহে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা ব্যবহারের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২১।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বিপরীতে মোট ৩.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২২।	মাননীয় উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	মাননীয় উপমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বিপরীতে মোট ৩.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২৩।	বিবিধ	সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের বিবিধ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

শাখাঃ প্রশাসন-২

প্রতিবেদনের বছর ২০১৪-১৫

ক্র নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি;	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।
২।	জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যাবলি;	দশম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অধিবেশনে মহান সংসদে উপসহাপনের জন্য তারকা চিহ্নিত ও লিখিত প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে প্রেরণ এবং সংসদীয় সহায়ী কমিটির বিভিন্ন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	মহান জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংক্রান্ত কার্যাদি;	মন্ত্রণালয়ের ৩ জন কর্মকর্তার অনুকূলে ৩ টি আবাসিক টেলিফোনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ৩টি দাপ্তরিক ও ৩টি আবাসিক টেলিফোন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত/ অকেজো আসবাবপত্র অপসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ব্যবহারের জন্য ৪৯টি চেয়ার, কর্মকর্তাদের জন্য কাঠের চেয়ার ৪টি, এক্সিকিউটিভ চেয়ার ৪টি, ওয়াল ফ্যান ৩টি, টেবিলের গ্লাস ১৫টি, টেবিল ৪টি, ফাইল কেবিনেট ১টি, চীপ এক্সিকিউটিভ টেবিল ১টি, কম্পিউটার টেবিল ৩টি, বুক সেলফ ১টি, র‍্যাক ২টি, ভিজিটর চেয়ার ৪টি ও হ্যাঙ্গিং কেবিনেট ২টি করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পদোন্নতি/ টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;	একজন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল এবং একজন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
৭।	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কার্যাদি	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংসহার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অনুকূলে ৭৪টি সহায়ী এবং ৫০টি অসহায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু করার জন্য স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

৮।	বিদেশ ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ১২ জন কর্মকর্তা এবং এ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংসহা হতে ০২ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/ দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও জারীকরণ	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও জারি, অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং সফর শেষে বর্ণিত অগ্রিম সমন্বয় করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংসহার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের দক্ষ, পরিশ্রমী ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোট ৫০ জনকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ০২ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
১১।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ /বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার ১০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১২।	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

শাখাঃ সমন্বয় শাখা
<u>প্রতিবেদনের বছরঃ ২০১৪-১৫</u>

ক্র নং	শাখা ও অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের তালিকা
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বার্ষিক এবং মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ;	বার্ষিক প্রতিবেদন-১টি মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিয়মিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন চাহিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময়ে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যদি প্রেরণ;	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পরিদর্শনের সময়ে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্যদি প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৪ এর তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ ;	জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৪ এর তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাসত্মবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭।	মহিলাদের চাকুরীর কোটা পূরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ ;	মহিলাদের চাকুরীর কোটা পূরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে যেমন-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠিপত্র বিনিময় ও প্রতিবেদন প্রেরণ;	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য এ শাখা হতে নিয়মিত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সচিব সভার জন্য তথ্যাদি প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সচিব সভার জন্য নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

১১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য নামের তালিকা প্রেরণ;	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য কোন মনোনয়ন পাওয়া যায়নি বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।
১২।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রেরণ;	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নামের তালিকা প্রেরণ;	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২১শে পদকের নাম প্রেরণ;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২১শে পদকের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে বেগম রোকেয়া পদকের নাম প্রেরণ;	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বেগম রোকেয়া পদকের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্যাদি প্রেরণ;	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭।	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ;	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার সমূহ বিতরনের ব্যবস্থা গ্রহণ;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার সমূহ যথাযথভাবে দপ্তর/সংস্থায় বিতরন করা হয়েছে।
১৯।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ;	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২০।	প্রশিক্ষণ কোর্সে অটিজম ও সণায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক বিশেষ ক্লাশ/মডিউল অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে;	অটিজম ও সণায়ুবিকাশ জনিত সমস্যা বিষয়ক বিশেষ ক্লাশ/মডিউল অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের উপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাদি;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমের উপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শাখাঃ বাজেট শাখা

প্রতিবেদনের বছর ২০১৪-১৫

ক্র নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক হালনাগাদকরণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংসহায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোয়াটার ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রনয়ণ ও হালনাগাদকরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রনয়ণ ও হালনাগাদ করার নিমিত্ত দপ্তর/সংসহার সমন্বয়ে সভা করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবসহাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অর্থ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে।
৩।	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবসহাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪।	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও ডাটা এন্ট্রি;	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবসহাপনা কমিটির অনুমোদনের পর iBAS-এ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
৫।	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসহচির প্রস্তাব প্রনয়ণ/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসহচির ০৭ (সাত)টি প্রস্তাব প্রনয়ণ/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমহহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মমএণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপির জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৭।	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৮।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসহচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/ কর্মসহচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা নিমিত্ত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
৯।	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশন এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশন এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মমএণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংসহার বিভিন্ন কার্যালয়/প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১০।	অর্থবিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থবিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	পুনঃউপযোজনসহ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংসহাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১২।	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রসঅাব(প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা পহর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;	যুব ও ক্রীড়া মমএণালয়াধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে খেলাধুলার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পহর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	অর্থবরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৪।	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতি সাধন;	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধনের নিমিত্ত নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৫।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।
১৬।	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC)এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC)এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ করা হচ্ছে।

শাখার নাম: আইটি সেল
অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক নং	কার্যাদি	২০১৪-১৫ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার Information Communication Technology (ICT) সম্পর্কিত সকল কাজে নির্দেশনা প্রদান তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করা;	Information Communication Technology (ICT) সম্পর্কিত সকল কাজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সমন্বয়ে সম্পাদন করা হচ্ছে।
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য সংশিষ্ট হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৩.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংশিষ্ট হার্ডওয়ার, সফটওয়ার স্থাপন ও যথাযথ পরিবর্তন করা ;	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সময় সময় পরিবর্তন করা হচ্ছে।
৫.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।	মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেল এর দায়িত্বসহ অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
৬.	তথ্য, ই-মেইল এবং ডাটাবেজ সমুহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।	ওয়েব মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগসহ তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে।
৭.	নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্ক Resource –এর যথোপযুক্ত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য user creation password প্রদান ও পরিবর্তন, প্রবেশাধিকার নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান,নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	মন্ত্রণালয়ের LAN বা নেটওয়ার্কিং জনিত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।
৮.	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।	প্রশিক্ষণ নির্ধারণে সহায়তা করা হয়।
৯.	Web site traffic ও e-mail monitor করা এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা;	Web site ও ইমেইল নিয়মিত চেক করা হচ্ছে।
১০.	User right অনুযায়ী সংশিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই সেগুলি browsing করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	User right অনুযায়ী সংশিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই সেগুলি browsing করা থেকে বিরত রাখার জন্য বলা হয়েছে।
১১.	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা।	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

১২.	বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি, উন্নয়ন ও তদারকি, সিস্টেমস-এ কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধান করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	কম্পিউটার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হচ্ছে।
১৩.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা অধিশাখার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে Wi-fi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করণসহ ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণ সংক্রামত্ম কার্যাদি।	ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।
১৫.	বিভিন্ন ধরনের তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করা এবং সংরক্ষণ করা।	আইসিটি সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ এবং সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
১৬.	মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর সংস্থার সাথে ইন্টারনেট/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক সে অনুয়ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	যুব ও ক্রীড়া সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি/অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে।
১৭.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে ইন্টারনেট/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি সংশিষ্ট সকলকে অবহিত করা।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রাদি নিজ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য প্রকাশ করা হচ্ছে।
১৮.	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ও নিয়মনীতি সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগীতা করা ।	এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগীতা করা হয়েছে।
১৯.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা ।	বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হচ্ছে।
২০.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব পালন করা।	চিফ ইনোভেশন অফিসারের তত্ত্বাবধায়নে আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
২১.	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশেষনের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশেষনের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
২২.	প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা;	প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা হয়।
২৩.	Web page এ প্রকাশিত তথ্যেও জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও Web page up-to-date রাখা;	Web page এ প্রকাশিত তথ্যেও জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও Web page up-to-date রাখা হচ্ছে।
২৪.	নিয়মিতভাবে ডাটা Backup ও Recovery করা;	Backup ও Recovery করা হচ্ছে।
২৫.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত instalation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত instalation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২৬.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কারিগরী সমস্যায় সহযোগীতা করার জন্য help-line desk এর ব্যবস্থা করা এবং এতদসংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও monitor করা;	ম্যানুয়াল গত হেল্প ডেস্ক না থাকলেও প্রয়োজনীয় কারিগরী সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করা হয়।
২৭.	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা;	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুল ত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা হয়।
২৮.	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা;	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়।
২৯.	চাহিত মোতাবেক ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল করা ও সফটওয়্যারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করা।	কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইনস্টল করা ও সফটওয়্যারে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।
৩০.	ডকুমেন্ট, ফরম, ম্যানুয়াল, ষ্টান্ডার্ড, নীতিমালা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ এবং নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও হালনাগাদ রাখা;	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্যাদি নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৩১.	Backup power supplies, effective virus protection software & procedure সংগ্রহ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে network কে সচল ও নিরাপদ রাখা;	Backup power supplies ক্রয় প্রক্রিয়াধীন এবং virus protection software এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ককে সচল ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে।
৩২.	Desktop, laptop ও workstation এ অপারেটিং সিস্টেম ও virus guard সহ সংশিষ্ট সফটওয়্যার স্থাপনের ব্যবস্থা করা;	প্রায় সকল কম্পিউটারে সিকিউরিটি সফটওয়্যার (এন্টিভাইরাস)ইন্সলট করা হয়েছে।
৩৩.	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সময় সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

হিসাব শাখা
প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরঃ ২০১৪-২০১৫

	হিসাব শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলীর নামঃ	বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ
১	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ণ,নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ	বাজেট প্রণয়ণের পর বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব করে অব্যয়িত বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়েছে ।
২	মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচরীগণের বেতন ও ভাতাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ :	মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাসিক বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে । ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে EFT - এর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি পরিশোধ কার্যক্রম শুরু হয়েছে ।

৩	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের টিএ / ডিএ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ :	বিভিন্ন প্রকার বৈদিশিক এবং অভ্যন্তরীন টিএ/ডিএ বিল তৈরী করে এজিতে বিল পাশের পর চেক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৪ -১৫ অর্থ বছরের সকল ভ্রমন সংক্রান্ত অগ্রিমের বিল সমন্বয় করা হয়েছে।
৪	মন্ত্রণালয়ের সকল কোড হেডের বিপরীতে বিল তৈরী,বিল এজিতে প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ :	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-১ ও প্রশাসন শাখা-২ এর জিও অনুযায়ী বিভিন্ন হেডে বিভিন্ন আনুষাংঙ্গিক বিল তৈরী করে এজিতে প্রেরণ এবং এজি থেকে চেক আসার পর তা বিতরণ করা হয়েছে।
৫	মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ :	কর্মকর্তাগণে দাপ্তরিক/ আবাসিক টেলিফোন বিল সমূহের যাবতীয় কাজ সমাধান করে চেক বিতরণ করা হয়েছে।
৬	এজি ও ব্যাংক এর সাথে হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ :	বরাদ্দকৃত ব্যয়িত অর্থের হিসাব এজি কার্যালয় ও ব্যাংকের সাথে হিসাব সমন্বয় কাজ সমাধান করা হয়েছে
৭	এজি কর্তৃক প্রদানকৃত চেক সংগ্রহ এবং চেক বিতরণ এর কাজ ;	এজি কর্তৃক প্রদানকৃত সকল চেক বিতরণ করা হয়েছে।
৮	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের টাইমস্কেল সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ এর কাজ :	কর্মকর্তা /কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে।
০৯	কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদিসহ যাবতীয় বিলের বিপরীতে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে চেক প্রদান এর কাজ :	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে চেক ইস্যুর কাজ সমাধান করা হয়েছে।
১০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলের কাজ :	কর্মকর্তা / কর্মাচরীগণের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলের কাজ হয়েছে।
১১	কর্মচারীগণের চাকুরীবহির হালনাগাদকরণ এবং ছুটির হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ :	চাকুরীবহি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং ছুটির হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়েছে।
১২	ব্যাংকে জমাকৃত ক্যাশের হিসাব ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করার যাবতীয় কাজ ;	ব্যাংকে জমাকৃত ক্যাশের জমা ও উত্তোলন সহ বিভিন্ন হিসাব ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ হয়নি।
১৩	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখার অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের নথিপত্রে মতামত প্রদান করার কাজ :	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাথায় অর্থনৈতিক বিষয়ের হিসাব শাখায় প্রেরণকৃত নথিতে বিভিন্ন সময়ে মতামত প্রদানের কাজ করা হয়েছে।
১৪	হিসাব শাখায় সংরক্ষিত সকল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ এর কাজ :	হিসাব শাখায় রক্ষিত সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হতে অগ্রিম প্রাপ্ত বিভন্ন জাতীয় দিবস পালনের চেক বিতরনের কাজ:	-

শাখার নামঃ যুব-১

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রঃ নং	শাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আর্থিক সাহায্যের আবেদন সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে ২,০০,০০০/- টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের প্রথম শে^{a}্রণর গেজেটেড মর্যাদার/সমমানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি সংক্রান্ত।	৯৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ২১ জন কর্মকর্তার অনুকূলে বিভিন্ন কারণে অর্জিত ছুটির আদেশ জারী করা হয়েছে ০৬ জন কর্মকর্তাকে বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ স্থায়ীকরণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের যুব প্রশিক্ষণ ও আত্নকর্মসংস্থান সমাপ্ত প্রকল্পের ২৭৩৩ টি পদ (১ম,২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর) স্থায়ীকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৪	১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ী করণ সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত বিভিন্ন প্রকল্পের ১ম শ্রেণির ৯৬ জন কর্মকর্তার চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণে সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।
০৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান।	১ম ও ২য় শ্রেণীর ২০৭ জন কর্মকর্তার অনুকূলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
০৬	দক্ষতাসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত।	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১১ জন কর্মকর্তার দক্ষতাসীমা অতিক্রমের সপক্ষে আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৭	বেতন সমতাকরণ সংক্রান্ত।	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০৮ জন কর্মকর্তার বেতন সমতাকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৮	বিভাগীয় মামলা।	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০৪টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
০৯	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয় ।	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী সংরক্ষণের আদেশ জারি করা হয়েছে ।
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের শৃংখলা ও আপিল বিষয়ক বিষয়াদি ।	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১০টি আপিল আবেদন নিষ্পত্তি।
১১	গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ।	২০৭ জন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি ।	১১ জন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।
১৩	জাতীয় যুব দিবস, ২০১৪ উদযাপন সংক্রান্ত।	০১ নভেম্বর/২০১৪ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
১৪	বিদেশে যুব প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত।	প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৩টি যুব বিষয়ক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫	জাতীয় যুব নীতি	জাতীয় যুবনীতি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৬	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ সংক্রান্ত	গেজেট প্রকাশিত হয়েছে
১৭	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ ও পদবি পরিবর্তন।	-

শাখার নামঃ যুব-২অধিশাখা।
প্রতিবেদনের বছরঃ ২০১৪-১৫।

ক্রঃ	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমান/জন/অন্যান্য
১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলী ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্যাবলী।	**''ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সহাপন''** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পর ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর- ২ জন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার-২ জন এবং সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে- ১০ জন কর্মকর্তা-কে বদলীর আদেশ জারী করা হয়েছে।
২.	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের অর্থ ছাড় ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি।	সমাপ্ত ৬ (ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তবর্তীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫৬০.০০ লক্ষ (পঁচিশ কোটি ষাট লক্ষ) টাকা অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে।
৩.	''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত	''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র'' স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পে কর্মরত ৩৯জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে রাজস্বখাতে স্থানামতর করা হয়েছে।
৪.	'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট আইন, ২০১৫' এর খসড়ার উপর মতামত সংক্রান্ত	'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইয়ুথ ডিভেলপমেন্ট আইন, ২০১৫' চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
৫.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে নিমণবর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক (MoU) সম্পাদিত হয়েছে	ক. **''**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও VSOB'' এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক **খ. ''**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও জনতা ব্যাংক লিমিটেড'' এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক **গ. ''**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বিজিএমইএ'' এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক **ঘ. ''**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও আইটি ভিশন সোসাইটি'' এর মধ্যে সম্পাদনযোগ্য সমঝোতা স্মারক ঙ. ''যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও মডার্ন হারবাল, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কানেক্ট কনসালটিং লিমিটেড এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ব্র্যাক এর মধ্যে সমঝোতা। চ. বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে Cooperation for Strengthening Youth Development এর উপর খসড়া সমঝোতা স্মারক বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। ছ. ''যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (এজিডাবিউইবি) এর মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক।

৬.	পাঁচটি সমাপ্ত প্রকল্পের রিট পিটিশনের রায় সংক্রান্ত	রিট পিটিশন নং ১০৫৯৪, ১০৫৯৫, ১০৫৯৬, ১০৭১১ এবং ১২৩৮৩ এর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৭.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	তৃতীয় পর্যায়ে নিমণবর্ণিত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ ক.বরিশাল জেলাঃ মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা খ.শরিয়তপুর জেলাঃ গোসাইরহাট উপজেলা গ. জামালপুর জেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা ঘ. ময়মনসিংহ জেলাঃ নান্দাইল উপজেলা ঙ. পিরোজপুর জেলাঃ কাউখালী উপজেলা চ. চাঁদপুর জেলাঃ হাইমচর উপজেলা ছ. শেরপুর জেলাঃ সদর উপজেলা জ. সাতক্ষীরা জেলাঃ শ্যামনগর উপজেলা ঝ. ঝালকাঠি জেলাঃ নলছিটি উপজেলা ঞ. মাগুড়া জেলাঃ মোহাম্মদপুর উপজেলা চ. রাজবাড়ী জেলাঃ গোয়ালন্দ উপজেলা ছ. বাগেরহাট জেলাঃ চিতলমারী উপজেলা জ. সিরাজগঞ্জ জেলাঃ চৌহালী উপজেলা ঝ. বান্দরবান জেলাঃ থানছি উপজেলা ঞ. নাটোর জেলাঃ সিংড়া উপজেলা ট. খুলনা জেলাঃ তেরখাদা উপজেলা ঠ. কুমিল্লা জেলাঃ মনোহরগঞ্জ উপজেলা

শাখা/অধিশাখার নামঃ ক্রীড়া-১ শাখা
প্রতিবেদন বছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রঃ নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য	মন্তব্য
১।	ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দেশের ০৭টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সর্বমোট ৫০০ জনকে মোট ৬০,০০,০০০/- (ষাট লক্ষ) টাকা অবসরভাতা প্রদান করা হয়েছে।	

২।	বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে সরকারী আদেশ (জি.ও)	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে ৭৫ টি ক্রীড়া দল বিদেশ প্রেরণের সরকারী আদেশ (জি.ও) জারী করা হয়েছে।	
৩।	বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারী আদেশ (জি.ও)	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্লাব/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ) টাকা অনুদানের সরকারী আদেশ (জি.ও) জারী করা হয়েছে।	
৪।	বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহে ক্রীড়া উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	
৫।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুসম্পন্নকরণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।	
৬।	পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৫১৫ সরকারী আদেশ জারী করা হয়েছে।	
৭।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য কার্যাদি	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।	

ক্রীড়া-২ অধিশাখা
প্রতিবেদনাধীন বছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্র নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদির নাম	প্রতিবেদনাধীন বছরে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমান/জন/অন্যান্য	মন্তব্য
১.	বিকেএসপি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর এর ২৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।	০১ (এক) জন ১ম শ্রেণি ১৬ (ষোল) জন ৩য় শ্রেণি ১২ (বার) জন ৪র্থ শ্রেণি	
২.	পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান।	০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।	
৩.	শৃঙ্খলা ও আপিল	০১ (এক) জন কর্মকর্তার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে।	
৪.	অবসর সংক্রান্ত কার্যক্রম	০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরী করা হয়েছে। ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তাকে পি.আর.এল মঞ্জুর করা হয়েছে।	

৫.	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান	১২ (বার) জন কর্মকর্তাকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।	
৬.	বদলী ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান	০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে বদলী করা হয়েছে। ১২ (বার) জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।	
৭.	বিদেশ ভ্রমণের জন্য ছুটি প্রদান	৩৫ (পঁয়ত্রিশ) জন কর্মকর্তা ও ৬০ (ষাট) জন খেলোয়াড়কে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।	
৮.	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের বছর ভিত্তিক পদ সংরক্ষণ	৩৩৪ (তিনশত চৌত্রিশ) টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়েছে।	
৯.	বিকেএসপি ও ক্রীড়া	১২৯ (একশত ঊনত্রিশ) টি পদস্থায়ী করা হয়েছে।	
১০.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড়করণ।	৩,৪০,০০,০০০/- (তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ছাড় করা হয়েছে।	
১১.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন।	ক্রীড়া পরিদপ্তরাধীন ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১,৫৪,০০০০০ (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন করা হয়েছে।	
১২.	বিকেএসপির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ ছাড়করণ।	২৩,৮৫,০০০০০/- (তেইশ কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকার বিভাজন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	
১৩.	বিকেএসপির জন্য পদসৃষ্টি	বিকেএসপির রাজস্ব খাতে ১০০ (একশত) টি পদসৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	
১৪.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়ন	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।	
১৫.	মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের চাকুরী হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধিকরণ	০২ (দুই) জন কর্মচারীর চাকুরী হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১৬.	শারীরিক শিক্ষা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান	২১৬ (দুইশত ষোল) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।	
১৭.	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ	কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।	
১৮.	নিয়োগ বিধি সংশোধন সংক্রান্ত	ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	
১৯.	বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত	০৩ (তিন) টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি কার্যক্রমের সাথে যুব ও ক্রীড়া সংক্রান্ত চুক্তি করা হয়েছে।	
২০.	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা।	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে এবং নিজস্ব উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	

শাখা/অধিশাখার নামঃ পরিকল্পনা অধিশাখা।
প্রতিবেদনের বছরঃ ২০১৪-১৫

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখা যুব ও ক্রীড়া সেক্টরের উন্নয়ন ও প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। পরিকল্পনা অধিশাখার আওতায় রয়েছে ৪টি শাখা। শাখাসমূহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থছাড়, জনবল নিয়োগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদিসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের কার্যবন্টণ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি নিমণরূপঃ

পরিকল্পনা শাখা-০১		
ক্র নং	**কার্যাদি**	**সম্পাদিত কার্যাদি**
০১	পরিকল্পনা শাখা-৩ এর সাথে যৌথভাবে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক (MTBF), পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।	২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও সংশোধনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, প্রণীত প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ।	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যক্রম।	২০১৪-১৫ সালের এডিপিভুক্ত যুব খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান এবং উক্ত সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন।	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আইএমইডি ও মন্ত্রণালয়) কর্তৃক করা হচ্ছে।
০৫	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)।	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) করা হয়।
০৬	যুব উন্নয়ন সেক্টরের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) এর যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন।	মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা এবং এম আই, এস প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।
০৭	উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম।	যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প বিষয়োক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
০৮	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে Tor প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে Tor প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করা হয়।

০৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাযোগ	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষে বৈদেশিক সহায়তা লাভের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়।
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি সংক্রামত্ম কার্যাদি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে মোট ১৬৯৮৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং অবমুক্ত করা হয়েছিল ১৪৪৬৭.২৮ (৮৫.০০%) লক্ষ টাকা।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম করা হয়।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রামত্ম মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রি সভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নাই।
১৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবলের পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহে ২৯টি পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়।
১৬	যুব সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনার জন্য প্রেরণ।	২টি প্রকল্পের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে।
১৭	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	যুব সেক্টরে প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে কেউ বিদেশ গমন করে নাই।
১৮	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
পরিকল্পনা শাখা-০২		
০১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তাদান এবং উক্ত সংস্থার প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
০২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভার কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/ অনুমোদনের লক্ষ্যে বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৩	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৪	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি কমিটির সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	অননুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ। এ ছাড়া ক্রীড়া সেক্টরে এডিপি বহির্ভূত অননুমোদিত কতিপয় প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৬	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৭	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন।	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৮	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভার আহবান ও কার্যকম।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) করা হয়েছে এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভার আহবান করা হয়েছে।
০৯	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
১০	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজ।	গত অর্থ বছরে কোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়নাধীন ছিল না বিধায় এ সংক্রাসত্ম কোন কাজ করা হয়নি।
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্রিুতিকৃত ০১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বরাদ্দ ছিল ১১৩৪১.২৭ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১১২১৯.২৭ (৯৮.৯২%) লক্ষ টাকা।
১৩	ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫টি কর্মসূচির অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
১৫	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়নি।
১৬	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জিও জারী করা হয়েছে।
১৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা-০৩		
০১	পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে যৌথভাবে বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক, পঞ্চ-বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।	বার্ষিকসহ বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০২	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিত সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন)।	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোষ্ট ইভালুয়েশন) সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ক্রীড়া সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদনের ব্যাপারে পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যাবলী লিপিবদ্ধকরণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/অনুমোদনের বিষয়ে যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচী প্রণয়ন এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ করা হয়েছে।
০৫	এনইসি/একনেক-এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং তা এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ।	এনইসি/একনেক-এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ করা হয়েছে।
০৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ও সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/ কর্মসূচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/কর্মসুচির দেশী/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম করা হয়েছে।
০৮	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ, কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১০	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়কৃত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নাই।

১১	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জিও জারী করা হয়েছে।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
পরিকল্পনা শাখা-০৪		
০১	ক্রীড়া পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিলিটি স্ট্যাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকররণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় ক্রীড়া পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিলিটি স্ট্যাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকররণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর গ্রহণ করার প্রয়োজন পরে নাই।
০২	নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর মাসিক, ত্রৈ-মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ।	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩	এডিপি ও আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৪	একনেক-এর বৈঠকে পর্যালোচনার নিমিত্ত আইএমইডি-এর নির্ধারিত ছকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৫	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শিত হলে উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৭	দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যাংক ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
০৮	WID (Women in Development) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন তৈরী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৯	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ।	২০১৪-১৫ অর্থ কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
১০	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন না থাকায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন না থাকায় জি,ও, জারী করা হয় নাই।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

যুব কল্যাণ তহবিল

ভূমিকাঃ

আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সফল যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে ০৪ আগস্ট, ১৯৮৫ তারিখে The Youth Welfare Fund Ordinance 1985 (Ordinance No XL) বলে **যুবকল্যাণ তহবিল** গঠন করা হয়। বর্তমানে উক্ত অধ্যাদেশটি নতুন আইন আকারে প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহারঃ

যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন ১৫.০০ (পনের) কোটি। এ অর্থ সোনালী ব্যাংকের স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা আছে এবং বছরওয়ারী প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা নিয়মানুযায়ী যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান/পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতিঃ

যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর নের্তৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটি রয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডই চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমঃ

যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের নির্বাচিত ৭৮৪টি যুব সংগঠনকে জেলা প্রশাসকের সহযোগিতায় চেক বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে ০৫/০১/২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং যথাপ্রক্রিয়ায় অনুদানের চেকসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ১,৬০,০০,০০০/-(এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানের লক্ষে অনুদানের বিজ্ঞপ্তি তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা গ্রহণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা প্রাথমিক যাচাই বাছাই কমিটির মাধ্যমে যুব সংগঠনের ২০৫৯টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্য সম্বলিত তালিকা নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাইপূর্বক উপযুক্ত যুব সংগঠন নির্বাচনের জন্য যথাশীঘ্র মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটির সভায় পেশ করা হবে।

আইন প্রণয়নঃ

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ হতে ০৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হইতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলা ভাষায় নতুন আইন আকারে প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদনুযায়ী যুবকল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ-১৯৮৫ সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক যুব কল্যাণ তহবিল আইন বাংলা ভাষায় প্রণয়নের জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের আলোকে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে **যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৪** এর খসড়া চূড়ান্ত করে তা নীতিগত অনুমোদনের জন্য গত ০৩ মার্চ,২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ০৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে যুব কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৫-এর খসড়া নীতিগতভাবে এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

যুবসমাজকে দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকেই বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকান্ডে- প্রতিফলিত হচ্ছে।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৪৫ লক্ষ ১৭ হাজার ২৭৩ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২০ লক্ষ ০৮ হাজার ২৯৮ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৮১১ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ০৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৫১ জন উপকারভোগীকে ১৩৫৬ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৪-২০১৫ সালে ২০ হাজার ৪৫৪ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৯৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৪%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেটঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪৫ কোটি ০৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এর মধ্যে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৪ কোটি ২০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা (৯৯.৩৯%)।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ১৬৯ কোটি ০৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। এর মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ১৪৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা এবং জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪১ কোটি ২৮ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা (৯৭.৬৬%)।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে- সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমেদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে- সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয় এবং তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয় । দ্বিতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ফেয়ারি ২০১৬ এ সমাপ্ত হবে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউপি পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন এবং তৃতীয় পর্বে ১২৩১০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন ও ১০৮৩৪ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ২৮১১ জনের কর্মসংস্থান এবং ২২৪২৬ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
জুন ২০১৫ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট প্রশিক্ষণের	৯৭৭৯৫ জন	৮৩৬২৬ জন
জুন ২০১৫ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির	৮৩৬২৬ জন	৮১৩৫৫ জন

জুন ২০১৫ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দের	১৩১২২০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৪৯৬৬.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১৫ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় মোট ব্যয়	১১৪৯৬৬.০০ লক্ষ টাকা।	১০৬৭৯৬.০০ লক্ষ টাকা।

০২। <u>পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ</u>

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে ''পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি'' নামে একটি কর্মসূচি দেশের ২৫৭টি নির্ধারিত উপজেলায় চালু রয়েছে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১০০০০/-, ১৫০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধনের	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের	৬৮৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা।	৬৮৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের	১১৮১৭.৮২ লক্ষ টাকা।	১১৮১৭.৮২ লক্ষ টাকা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৬৩.০০ লক্ষ টাকা।	২০৪৬.১৪ লক্ষ টাকা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১২,০৪০ জন।	১১,০৬৫ জন।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের	৭০৮০১.০৮ লক্ষ টাকা।	৫৭৮২৬.৮৮ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর	৬,১১,২৬১ জন।	৫,৩৬,৬৫০ জন।

০৩। <u>যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ</u>

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। পোশাক তৈরী, বস্তক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এ- কম্পিউটার এ্যাপিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবককে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯২%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
কর্মসূচির আওতায় মোট যুবঋণ মূলধনের	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৫ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের	৯৮২৬.০০ লক্ষ টাকা।	৯৮২৬.০০ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিলের	২১৪৮৭.৪০ লক্ষ টাকা।	২১৪৮৭.৪০ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের	৮৩৭২৫.৫২ লক্ষ টাকা।	৭৭৮২২.৬৭ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট উপকারভোগীর	৪,৮৮,২৫০ জন।	২,৯৭,৭০১ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৬২১.০০ লক্ষ টাকা।	৭৬৮৮.৩৪ লক্ষ টাকা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২৬,৪৬০ জন।	৯,৩৮৯ জন।
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণের	২৭,৭০,৪১১ জন।	২৪,৩৮,৬৩৫ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৭৪,৮৫৮ জন।	৬৫,০১২ জন।
ক্রমপুঞ্জিত আত্মকর্মসংস্থানের	১৮,৪০,২২১ জন।	১৫,৮০,৮৭৮ জন।

০৪। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রঃ</u>

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রচ ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা।	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১৫,০৩৬ জন।	১৪,৮৯০ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৮০০ জন।	৬০৫ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সেমিনারের	০১টি	০১টি

০৫। <u>একুশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ</u>

বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিষয়ক ৭টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫,৭০০ জন।	৪,৬০১ জন।

০৬। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,২৩০ জন।	১,৩৮৪ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কর্মশালা ও সেমিনারের	৩ টি	৩ টি

০৭। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকী, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৮০ জন।	১৬৭ জন।

বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এ- এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এ- হাউসওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১ম পর্বে মার্চ/৯৩ থেকে জুন/৯৮ পর্যন্ত ৫১২৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জুলাই/৯৮হতে জুন/২০০৬ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যাধিক বিবেচিত হওয়ায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ এবং কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৩৩,১৬০ জন।	১,৩৬,৩৬৮ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৮,৮৪০ জন।	১০,৬৬৩ জন।

০২। <u>সমাপ্ত ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ</u>

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে এ প্রকল্পের আওতায় আরো ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৭০১৪.৮৯ লক্ষ টাকা।	১৬৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,০১,৪৫৫ জন।	৮৪,৪৩০ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৬,১২০ জন।	৫,০০২ জন ।

০৩। <u>সমাপ্ত আঠারোটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে -৮টি কেন্দ্র)(১ম সংশোধিত)</u>ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কেন্দ্রসমূহে ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৫২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা।	৪৮৩০.৪৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২০,৭১৪ জন।	১২,৯৫২ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,৪৪০ জন।	৯০৬ জন ।

০৪। সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও <u>আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)</u>ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রাসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১১,৪০০ জন।	৬,৩০৯ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৫৪০ জন।	১৮০ জন।

০৫। সমাপ্ত অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলমবী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউসওয়্যারিং ট্রেড (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	৭২,৪৮০ জন।	৫৯,৭০১ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	৮,৫৯৫ জন।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণঃ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু-হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মানিকগঞ্জ ব্যতিত অন্যান্য জেলায় নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১০-২০১৬)	২০১১২.০০ লক্ষ টাকা।	৭৬০৭.৯১ লক্ষ টাকা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৩১০০.০০ লক্ষ টাকা।	৩০৯১.৩৩ লক্ষ টাকা।
জমি অধিগ্রহণ	২ একর	২ একর
ভূমি উন্নয়ন কাজ	১৪৯০০ ঘঃ মিঃ	১৪৯০০ ঘঃ মিঃ
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	৩৩৪৫ বঃ মিঃ	৩৩৪৫ বঃ মিঃ
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১২০০ বঃ মিঃ	১২০০ বঃ মিঃ
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	৬৯০০ বঃ মিঃ	৬৯০০ বঃ মিঃ

০২। <u>পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পঃ</u>

দেশের সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে একই ভেন্যুতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টি কেন্দ্রের উর্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর জেলা পর্যায়ে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত সকল অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ উপপরিচালকের কার্যালয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২৯টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন তিন তলা হতে পাঁচ তলায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও কর্মচারীদের বাসস্থানের উর্ধবমুখি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১০-২০১৫)	১২১৭০.১০ লক্ষ টাকা।	১১৮৮১.৪৬ লক্ষ টাকা।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৩৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা।	৩২৬৭.০৯ লক্ষ টাকা।
ভূমি উন্নয়ন কাজ	২৯০০০ ঘঃ মিঃ	১২৪৪০ ঘঃ মিঃ
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	২৮৪ বঃ মিঃ	২৮৪ বঃ মিঃ
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১৪২৫ বঃ মিঃ	১৪২৫ বঃ মিঃ
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	৫৮৪৮৪০ বঃ মিঃ	৫৮৪৮৪০ বঃ মিঃ

০৩। <u>কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পঃ</u>

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৬টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । প্রকল্পটি ৯৯৯৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৪-০১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১২-ডিসেম্বর ২০১৭) ১ম সংশোধিত।	১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ।	৪৭৩৬.৮৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	২৪২২.৭২ লক্ষ টাকা ।	২৩৬১.১২ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	২,১২,১৬০ জন।	২,১১,৯৮২ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	১,০২,৯৬৩ জন।	১,০২,২৩০ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৩১৩.৬৮ লক্ষ টাকা ।	৩১৩.৬৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১২৫৪ জন।	১০৩৯ জন।

০৪। <u>উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পঃ</u>

উত্তরবঙ্গের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর- এ ৭টি জেলার ২৮৭৫০ বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের গ্রুপে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবদের গাভী পালন, গরম্ন মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি, ছাগল পালন এবং নার্সারি বিষয়ে ১০দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী গ্রুপের প্রত্যেক যুবক/যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২৫০০০.০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (ফেব্রম্নয়ারি ২০১২- জুন ২০১৫)	৬৪৯৬.১৪ লক্ষ টাকা ।	৫৩০১.১৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৪৯২০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৭৩০.৪৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯৪০০ জন।	৯৪০০ জন।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	২৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা ।	৫৫৫.২০ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	৯৩৮৪ জন।	২২২০ জন ।

০৫। <u>ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্বঃ</u>

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬২টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস পস্ন্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮)	৩৭৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা ।	৩৮৮.৭৪ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৭৪২.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৩৯.১০ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস পল্যান্ট স্থাপনের	-	৪৭৩টি

০৬। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পঃ</u>

''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রচ ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রচ দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণচ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন।

<u>টি, এ প্রকল্পঃ</u>

০৭। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেনটার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ প্রকল্পঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেনটার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ'' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৭টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রতিটি বিভাগের জন্য ১টি করে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করবে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন।

পি, পি, পি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পঃ

০৮। সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, দরিদ্র যুবদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করা, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ৩০% যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্যে । গত ১৯-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও স্কীল ডেভেলপমেন্ট ফর আরপ্রিভিলেজড ওমেন (এসডিইউডাবিউ) যৌথ উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কটিয়াদি উপজেলার চান্দুপুর গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ভবন ও একটি হেস্টেল নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১৩-২০১৬)	১২১৯.৭৬ লক্ষ টাকা ।	১১৪৮.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৫০৮.০০ লক্ষ টাকা ।	৫০৮.০০ লক্ষ টাকা ।

০৯। সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পঃ

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, দরিদ্র যুব ও কিশোর-কিশোরীদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ৩০% যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্যে । ০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি) যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন রূপগঞ্জ উপজেলার চুনপাড়া গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ভবন ও একটি হেস্টেল নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১৩-২০১৬)	১৭৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা ।	১৬৭৮.৩৩ লক্ষ টাকা ।
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়ের	৭৫০.০০ লক্ষ টাকা ।	৭৪৯.৭৫ লক্ষ টাকা ।

প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্পঃ

০১। যানবাহন চালনা ও মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ

দক্ষ গাড়ীচালক ও যানবাহন মেরামত মেকানিক্স তৈরী করে দেশে-বিদেশে দক্ষ গাড়ীচালকদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩,৬০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা গাড়ী চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ১০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৪টি জেলার বেকার যুবদের ৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৭৫৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০২। ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন প্রকল্পঃ

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৮,০০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪৭৬.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্রেযর হার হ্রাসের নিমিত্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য এ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫২টি উপজেলাকে প্রস্তাবিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২৫২টি উপজেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৪৫,৩৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদী বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে একদিকে দেশে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে বিদেশে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সুষ্টি হবে। ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭০৯৮.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৪। <u>বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্পঃ</u>

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এ- পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এ- ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫৭,৬০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এ- পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এ- ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮৪৬২.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। <u>অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নীতকরণ প্রকল্প ঃঃ</u>

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনের দক্ষতাবৃদ্ধি, বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৩০টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত এবং যেসব জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর সম্ভব নয় সেসব জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ও জেলা কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, যানবাহন, সেলাই মেশিন, প্রিন্টার, আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩৬৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক র‍্যালীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক র‍্যালীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

অবৈধপথে মানব পাচার রোধে যুবক ও যুব মহিলাদের সচেতনতামূলক
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি।

(ক) জাতীয় যুব দিবসঃ

দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৫ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৩৩০ জন সফল যুবক ও যুব মহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

অতিথিবৃন্দের পিছনে জাতীয় যুবপুরস্কারপ্রাপ্ত ১৫জন সফল যুব ও সংগঠক

849 **আন্তর্জাতিক যুবদিবসঃ**

জাতিসংঘ এর সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ আগষ্ট বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক যুবদিবস ২০১৪ পালন উপলক্ষে শহীদ মিনার-এ ফ্রি বার্ডস ক্লাব-এর সাইকেল র‍্যালী

(খ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদানঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের। যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভূক্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৭,১৬০ টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভূক্ত হয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭১টি যুব সংগঠনকে ৮.০০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

849 **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরঃ**

যুব কার্যক্রমকে আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিনণ সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০৯ টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রেনারস, বাংলাদেশ (এজিডব্লিউইবি) -এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

(ঙ) যুব সংগঠন নিবন্ধনঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের লক্ষ্যে "যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৪" জাতীয় সংসদে ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে পাশ হয়েছে। যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রণীত বিধিমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধনের কাজ শুরু করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

মন্ত্রণালয় / বিভাগসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যাবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন।

ভূমিকাঃ ১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। পরিষদ দেশে বিভিন্ন খেলা ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনকারী সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারী অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আমত্মর্জাতিক মানসম্পনণ সৈয়দ নজরম্নল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তাজউদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমন্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবন, ২০ তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ভবন ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকান্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়াও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে রয়েছে ৩৭জন অভিজ্ঞ ক্রীড়া প্রশিক্ষক। তাদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী (প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি/সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১২৮জন)ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপঃ

সাধারণ পরিষদঃ

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীঃ	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
৩.	৪৫টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকঃ	সদস্য
৪.	৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিঃ	সদস্য
৫.	০৭টি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিঃ	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতিঃ	সদস্য

৭.	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতিঃ	সদস্য
৮.	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
৯.	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১০.	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১৩.	আমত্মঃ বোর্ড (শিক্ষাবোর্ড) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১৪.	আমত্মঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিঃ	সদস্য
১৫.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)ঃ	সদস্য
১৬.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদঃ	সদস্য

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটিঃ সংখ্যা মোট ১৮ জন

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীঃ	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী/ সচিবঃ	সহ-সভাপতি
৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিঃ	সদস্য
৪.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনঃ	সদস্য
৫.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনঃ	সদস্য
৬.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনঃ	সদস্য
৭.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশনঃ	সদস্য
৮.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনঃ	সদস্য
৯.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনঃ	সদস্য
১০.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জিমন্যাষ্টিক্স ফেডারেশনঃ	সদস্য
১১.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শ্যুটিং স্পোর্টস ফেডারেশনঃ	সদস্য
১২.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনঃ	সদস্য
১৩.	সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনঃ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ডঃ	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ডঃ	সদস্য

১৬. ২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)ঃ সদস্য

১৭. সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদঃ সদস্য

এ ছাড়াও পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কাউন্সিল (পরিষদ) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৩। <u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলীঃ</u>

ক) বাংলাদেশের ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয়করণ;

খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;

গ) বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঙ) বিদেশে খেলায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) অধিভূক্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান;

ছ) দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমন্যাসিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

জ) ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহণের পর দুঃস্থ এবং খ্যাতনামা খেলোয়াডদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

ঝ) ক্রীড়া সংস্থা এবং খেলোয়াডদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করা।

সিটিজেন চার্টার

ক্রঃনং	সেবাসমূহের বিবরণ	সেবা গ্রহনকারী	সেবা দানকারী	প্রার্থীত সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা	অভিযোগ গ্রহনকারী কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তা	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশে ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয় করণ;	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	
২.	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থা;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৩.	বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন;	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৪.	আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৫.	বিদেশে খেলায় অংশ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৬.	অধিভুক্ত ক্রীড়া ফেডারেশর/সংস্থা সমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থা;	পরিচালক (অর্থ)/(ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	সরকারী ভাবে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে সেবামূলক কার্যক্রম অব্যহত/বৃদ্ধি নির্ভরশীল
৭.	দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমন্যাসিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদী নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ;	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সমূহ;	পরিচালক (পঃও উঃ), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৮.	ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহনের পর দুঃস্থ ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান;	অস্বচ্ছল ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদগন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
৯.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদগন;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
১০	ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করা;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদী	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	
১১.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পেনশন প্রদান সংক্রান্ত বিধিবিধান নিশ্চিত করণ;	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগন	পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Comtinuous Process	ঐ	

৪। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবলঃ**

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	৩৮২ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১৩২ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	৩০ জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১০৭ জন
মাষ্টারোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	-	১১১ জন
চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা	-	১ জন
সর্বমোট	**=**	**৭৬৩ জন**

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারীভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। সারা দেশে খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সরকারী সিদ্ধান্তনুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আনুমানিক আরও ১,০০০ (এক হাজার) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরী, দেশে বিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে ''ক্রীড়াজগত'' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ-দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' এ দেশের ক্রীড়া ইতহিাসের অংশ হয় উঠেছে। কেননা, 'ক্রীড়াজগত' এখন শুধু একটি পত্রিকা নয়- দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যে কোন তথ্য, ছবি ও রেকর্ডসের জন্য নির্ভরযোগ্য অবলম্বন 'ক্রীড়াজগত'। অতীতের অনেক খেলোয়াড় ও সংগঠক বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু 'ক্রীড়াজগত' তাদের কৃতিত্ব, গৌরবগাঁথা ও স্মৃতিকে মুছে যেতে দেয়নি। এ দেশের ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় কর্মকান্ড 'ক্রীড়াজগত'-এর পাতায় পাতায় প্রতিফলিত। দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে 'ক্রীড়াজগত' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সর্বোপরি, পাঠকনন্দিত পত্রিকা হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' সর্বমহলে নিজের আসন গড়ে নিয়েছে।

ক্রীড়াজগত' প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

১। দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়ন।
২। চিত্ত-বিনোদনের অভাব পুরণ এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা।
৩। দেশের কিশোর, তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করা।
৪। দেশের খেলাধুলার প্রকৃত সমস্যা নির্ধারণ ও তা সমাধানে গঠনমূলক আলোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান।
৫। 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ক্রীড়াঙ্গনের যাবতীয় তথ্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ছবি ও রেকর্ডস সংরক্ষণ।
৬। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সেবামূলক খাত হিসেবে 'ক্রীড়াজগত' প্রকাশ।
৭। দেশের খেলোয়াড়ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি।
৮। খেলাধুলার আইন-কানুন তুলে ধরা।
৯। ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা ও অঙ্গীকার বাস্ত বায়নে ভূমিকা রাখা।
১০। খেলাধুলার মাধ্যমে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, সে বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা।
১১। ক্রীড়াক্ষেত্রে গঠনমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা।
১২। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে জনপ্রিয় করা।

৫। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন সমুহকে স্বীকৃতি প্রদানঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ যাবত নিম্নবর্ণিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমুহকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেঃ

বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন।
১। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
২। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
৩। বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন
৪। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
৫। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন
৬। জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন-বাংলাদেশ
৭। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন

৮। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন

৯। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন

১০।। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন

১১। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন

১২। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন

১৩। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন

১৪। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন

১৫। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন

১৬। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন

১৭। বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন

১৮। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

১৯। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা

২০। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা

২১। বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন

২২। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন

২৩। বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন

২৪। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন

২৫। বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন

২৬। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন

২৭। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন

২৮। বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন

২৯। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন

৩০। বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন

৩১। বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন

৩২। বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন

৩৩। বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন

৩৪। বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন
৩৫। বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন
৩৬। বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন
৩৭। বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশন
৩৮। বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন
৩৯। বাঁশাআপ এসোসিয়েশন
৪০। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন
৪১। বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন
৪২। বাংলাদেশ কিক বক্সিং এসোসিয়েশন
৪৩। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়নদো এসোসিয়েশন
৪৪। প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।
৪৫। বাংলাদেশ ব্যুখান এসোসিয়েশন।

৬। <u>ক্রীড়া অবকাঠামো সমূহঃ</u>

১।	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর আওতায় বেশ কিছু ক্রীড়া সংক্রান্ত স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ**	**ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন দেশে ৭৩টি স্টেডিয়াম বিদ্যমান।** **<u>ক) ক্রিকেট স্টেডিয়ামঃ</u>** ১) শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা। ২) খান সাহের ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়নগঞ্জ। ৩) শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম (বগুড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম), বগুড়া। ৪) জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্রগ্রাম। ৫) শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়াম, রাজশাহী। ৬) শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, খুলনা। ৭) বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আঃ রউফ স্টেডিয়াম, সিলেট। ৮) শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম,গোপালগঞ্জ। **<u>খ) ফুটবল স্টেডিয়ামঃ</u>** ১) বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা। ২) বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, ঢাকা। **<u>গ) জেলা স্টেডিয়ামঃ</u>** **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় ৬৪টি জেলাতেই স্টেডিয়াম আছে।**

২।	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন দেশের বিদ্যমান জিমন্যাসিয়াম সমূহ**	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন দেশে ২৪টি জিমন্যাসিয়াম রয়েছে যা নিম্নরূপঃ** ১) জিমন্যাসিয়াম, সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ধানমন্ডি। ২) জিমন্যাসিয়াম, তাজ উদ্দিন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, পল্টন। ৩) জিমন্যাসিয়াম, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন সংলগ্ন। **ঢাকা বিভাগঃ** ৪) ফরিদপুর জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ৫) ময়মনসিংহ জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ৬) জামালপুর জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ৭) টাঙ্গাইল জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম। ৮) নোয়াখালী জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, **চট্রগ্রাম বিভাগেঃ** ৯) চট্টগ্রাম জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১০) কুমিল্লা, জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১১) রাঙ্গামাটি, জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১২) বান্দরবান, জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১৩) খাগড়াছড়ি, জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১৪) ফেনী জেলা সদর, **রাজশাহী বিভাগঃ** ১৫) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স জিমন্যাসিয়াম, ১৬) রাজশাহী, জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১৭) দিনাজপুর জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম ১৮) পাবনা জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ১৯) বগুড়া জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ২০) রংপুর জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, **খুলনা বিভাগঃ** ২১) খুলনা জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ২২) কষ্টিয়া জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ২৩) যশোর জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, **বরিশাল বিভাগঃ** **২৪)** বরিশাল জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, ২৫) পটুয়াখালী জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম, **সিলেট বিভাগঃ** ২৬) সিলেট জেলা সদর জিমন্যাসিয়াম।

৩।	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন বর্তমানে দেশে বিদ্যমান সুইমিংপুলসমূহ**	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন বর্তমানে দেশে ১৫ টি সুইমিংপুল রয়েছে।** **ঢাকা মহানগরীতে** ১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স, মিরপুর। ২) সুইমিংপুল, সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি। ৩) আইভি রহমান সুইমিংপুল, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা **ঢাকা বাহিরে** ৪) বরিশাল জেলা সুইমিংপুল, ৫) যশোর জেলা সুইমিংপুল ৬) পাবনা জেলা সুইমিংপুল ৭) বগুড়া জেলা সুইমিংপুল ৮) বাজশাহী জেলা সুইমিংপুল ৯) ময়মনসিংহ জেলা সুইমিংপুল ১০) মুন্সিগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল ১১) চাঁদপুর জেলা সুইমিংপুল ১২) ফেনী জেলা সুইমিংপুল ১৩) সিলেট জেলা সুইমিংপুল ও ১৪) চাপাঁইনবাবগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল। ১৫) গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল।
৪।	**মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সসমূহ**	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন বর্তমানে দেশে ০৫টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স রহিয়াছে**। যথাঃ ১) সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ২) চটগ্রাম মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৪) রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৩) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৪) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
৫।	**উপজেলা স্টেডিয়াম সমূহ**	উপজেলা স্টেডিয়াম ০৬টি। ১) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম ২) নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলা স্টেডিয়াম, ৩) বগুড়া জেলার শান্তাহার উপজেলা স্টেডিয়াম, ৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম, ৫) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং ৬) কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা স্টেডিয়াম।

৬।	**ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়ামসমুহ**	**<u>ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম মোট ০৬টি হলঃ</u>** ১) মিরপুর ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ২) রাজশাহী ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।
		৩) বগুড়া ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৪) চট্রগ্রাম ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৫) খুলনা ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৬) সিলেট ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।
৭।	**কাবাডি স্টেডিয়াম**	**<u>কাবাডি স্টেডিয়াম ০১টি।</u>** ১) পল্টন কাবাডি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৮।	**বক্সিং স্টেডিয়াম**	**<u>বক্সিং স্টেডিয়াম ০১টি।</u>** ১) পল্টন মোহম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৯।	**ভলিবল স্টেডিয়াম**	**<u>ভলিবল স্টেডিয়াম মোট ০১টি।</u>** ১) শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়াম।

৭। <u>জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে আয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরনী (২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫)</u>ঃ

ক্রঃ	প্রাপ্তির খাত সমূহ	প্রাপ্ত টাকা ২০১৩-২০১৪	প্রাপ্ত টাকা ২০১৪-২০১৫	মন্তব্য
১	গেট মানি ১৫%	***০০.০০***	***০০.০০***	
২	প্রচার সত্ব ১০%	***০০.০০***	***০০.০০***	
৩	পরিষদের আওতাধীন দোকান ভাড়া	৪,৭১,১০,৬১৫.০০	৫,২৪,৫৭,৭৪৫.০০	
৪	এন.এস.সি.টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া	৬,০৮,৯৮,৩৬২.০০	৫,৮৫,১৫,৭৮৭.০০	
৫	এন.এস.সি.টাওয়ারের জ্বালানী	১৫,৫১,৩০৫.০০	৬,২৪,৬৬০.০০	
৬	পরিষদের আওতাধীন দোকানের পূর্ণবন্টন ফি	৫৭,৭৪,৩১১.০০	৭৫,৮৮,৭৫৭.০০	
৭	ডোনেশন/সেলামী	১,৯২,৭৫,৫৪১.০০	৫,৭৫,০০০.০০	
৮	বার্থরুম ইজারা	১৩,৮২,৪০০.০০	১৭,৩৮,৭৮০.০০	
৯	গেইট ইজারা	২১,৮২,০০০.০০	৮,৪০,০০০.০০	
১০	বিজ্ঞাপন	৭,৫২,৮০০.০০	৫,৭৮,৩৩৪.০০	
১১	ক্রীড়াজগত পত্রিকা বিক্রি	১,৮৯,১০১.০০	১,৮৭,৩৪০.০০	

১২	ক্রীড়াজগত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ	৩,০০,০৪৪০.০০	৩,৫২,৫৭১.০০	
১৩	ঠিকাদার তালিকাভহক্ত/নবায়ন ফি	৩,৪২,১৫০.০০	৩,৮১,৯০০.০০	
১৪	ঠিকাদার তালিকাভহক্ত ফরম বিক্রি	২,৬০০.০০	৭০,১০০.০০	
১৫	দরপত্র বিক্রি	৭,৬০,৬০০.০০	৫,৭১,৯০০.০	
১৬	হলরুম/মাঠ/গাড়ী/হোষ্টেল সিট ভাড়া	৫৭,৮৭,৭২৪.০০	৫৯,৫৪,১৬২.৫০	
১৭	উৎসে কর	১,৯৮,১১৮.০০	১,১৮,৬৩৫.০০	
১৮	ভ্যাট	২৩,৩৪,৬৯৯.০০	৩৬,১০,১৫৮.৮৪	
১৯	অগ্রিম সমন্বয়	১৮,২৫০.০০	৪৫,৭১৮.০০	
২০	ঋণ অগ্রিম সমন্বয় কর্মকর্তা,কমচারী	৪৬,১৮,৬৬৯.০০	৫৪,৮৩,৪৫২.৫৯	
২১	অকেজো মালামাল বিক্রি	৪,৮৬,৯০০.০০	২২,৫০০.০০	
২২	বিবিধ/অন্যান্য	২৪,৪৯,২৭৫.০০	৪১,০৭,৯৫৯.৩৭	
	মোট আদায় =	১৫,৬৪,১৫,৮৬০.০০	১৪,৩৮,২৫,৪৬০.৯০	হিঃ নং ৩৬০০০১৯ ৫ এ জমা
	বিদুৎ বিল +	৩,৫৩,৬১,৬৮৫.০০	৩,৯৯,২৯,৬৫১.০০	হিঃ নং ৩৬০০০৬১ ৭ এ জমা
	সর্বমোট আদায় =	**১৯,১৭,৭৭,৫৪৫.০০**	**১৮,৩৭,৫৫,১১১.৯০**	

২০১৪-২০১৫ সালের এডিপিতে অন্তভর্হক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই'২০১৪ হতে জুন'২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ গ) অনুমোদন পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১৪ পর্যন্ত ব্যয়	২০১৪-১৫ সালের এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (২০১৪-১৫)	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
				মূল	সংশোধিত	২০১৪-১৫ সালের জুন'১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত	২০১৪-১৫ সালের জুন'১৫ পর্যন্ত ব্যয় (বরাদ্দের %)	প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত জুন'১৫ পর্যন্ত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	শুরু থেকে জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১১	১২
	(ক) চলতি প্রকল্প									
১)	ক) ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা), ৪টি জেলা স্টেডিয়াম (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৪ইং। গ) অনুমোদিত।	মূ: ৯৭৮১.১৩ সং১০৭২৫.২০	১০৬২৫.০০	১.০০ (০.০০)	৭৫.০০	৭৫.০০	-	১০৫৩৬.৯০ (৯৮.২৫%)	১০০.০০%।	কাজ সমাপ্ত।
২)	ক) সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরন প্রকল্প।	মূঃ ৮৭৪২.৪৮ সং ১০৬৬৬.৫৬	৭৪৮০.০০	১২৬৩.০০ (৫৩.০	১২০০.০০ (৫৩.০০)	১২০০.০০	১২০০.০০ (১০০%)	৮৬৮০.০০ (৮১.৩৮%)	৯০.০০%।	কাজ শেষ পর্যায়ে। গ্যালারির

	খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫ইং। গ) অনুমোদিত।			০)						ভিত্তি শক্তিশালী করণ, ২য় ধাপের গ্যালারি অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩)	ক) দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬ইং। গ) অনুমোদিত।	১১০১৬.৪৭	৮৪২.৭৪	৫৬৫৬.০০ (২৮০.০০)	৬৮২৩.০০ (২৮০.০০)	৬৮২৩.০০	৬৮২৩.০০ (১০০%)	৭৬৬৫.৭৪ (৭৫.০০%)	৭০.০০%	কাজ চলছে। গড়ে বাস্তব অগ্রগতি ৭০%।
৪)	ক) ''নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়াম উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সক্স নির্মাণ'' প্রকল্প। খ) ০১-১০-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৬ইং। গ) অনুমোদিত।	**৬৯৯৫.৫৬**	-	-	১০০০.০০ (২৪.০০)	১০০০.০০	১০০০.০০ (১০০%)	১০০০.০০ (৭৫.০০%)	৫.০০%	নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের বাসত্মবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। নীলফামারী জেলা স্টেডিয়ামের

										দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপেক্সক্স জায়গা প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
	মোট (ক) =	**৩৯৪০৩.৭৯**	**১৮৮৫৪.৫৬**	**৬৯২০.০০ (৩৩৩.০০)**	**৯০৯৮.০০ (৩৫৭.০০)**	**৯০৯৮.০০**	**৯০২৩.০০ (৯৯.১৮%)**	**২৭৮৮২.৬৪**	**-**	
	(খ) চলতি কর্মসূচি									
৪)	কুষ্টিয়া জেলায় সুইমিংপুল নির্মাণ কর্মসূচি। (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫ইং)	৮৭৮.৩৮	**৩০০.০০**	**৫৭৮.০০**	**৫৭৮.০০**	**৫৭৮.০০**	**৫৭৮.০০ (১০০%)**	**৮৭৮.০০ (৯৯.৯৬%)**	**১০০%**	কাজ সমাপ্ত।
	মোট (খ) =	**৮৭৮.৩৮**	**৩০০.০০**	**৫৭৮.০০ (৩০.৬০)**	**৫৭৮.০০**	**৫৭৮.০০**	**৫৭৮.০০**	**৮৭৮.০০**	**-**	

(৮) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ সালের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য

১.	২০ জুলাই হতে ০৩ আগস্ট, ২০১৪ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডে গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত ১৭তম কমনওয়েলথ গেমসে শ্যুটিং ইভেন্টে বাংলাদেশ একটি রৌপ্য পদক অর্জন করে।
২.	২৬ ও ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে নেপাল দলকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ দল জয়লাভ করে।
৩.	৫-৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হকি লীগ রাউন্ড-১ টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ হকি দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৪.	১১-১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ২য় সাউথ এশিয়ান রোল বল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ পুরুষ ও মহিলা দল ৩য় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেন।
৫.	১৩-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত ১৫তম এলএ ইন্টার স্কুল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ বিকেএসপির সুইমিং দল ২৪টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৬.	১৩-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ওয়ার্ল্ড কাপ ক্যারম টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুরুষ দলগত ইভেন্টে ১৫টি দেশের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করে।
৭.	১৩-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যমত্ম বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত 'এশিয়ান ১৪/নীচ সিরিজ টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৪'-এ বালক দ্বৈত ও বালিকা এককে বাংলাদেশ রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৮.	১০ সেপ্টেম্বর হতে ০২ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১ম টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ 'এ' ক্রিকেট দল জিম্বাবুয়ে 'এ' ক্রিকেট দলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে জয়লাভ করে এবং ২য় টেস্ট ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে ১ম ও ২য় টেস্টে জয়লাভ করে এবং ৩টি ওয়ানডেতে বাংলাদেশ 'এ' দল ২টিতে জয়লাভ করে।
৯.	১৯ সেপ্টেম্বর হতে ০৪ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ানচিনে অনুষ্ঠিত ১৭তম এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল রানার্স আপ হয়ে রৌপ্য পদক, বাংলাদেশ পুরুষ দল ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে এবং বাংলাদেশ মহিলা কাবাডি দল ব্রোঞ্জ পদক অজর্ন করে।
১০.	৩-৫ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যন্ত কাজাকিস্তানে অনুষ্ঠিত X Asian Championship of Kazakhkutan কুস্তি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বেলাল হোসেন ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।
১১.	১২ অক্টোবর, ২০১৪ ভারতের গোয়াতে অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক মহিলা কারাতে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ মহিলা কারাতে দল ৭টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে।
১২.	১৩-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্বকাপ ক্যারম টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশ পুরুষ ক্যারম দল ৩য় স্থান অর্জন করে।

১৩.	১৪-২৩ অক্টোবর, ২০১৪ পর্যমত্ম বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত AFCU-16 Womens Championship 2015 (Qualifing) বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল ১-০ গোলে জর্ডান এবং আলম আমিরাতকে হারিয়ে জয়লাভ করে।
১৪.	২৪ ও ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচে ড্র এবং ২য় ম্যাচে ১-০ গোলে শ্রীলংকাকে হারিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল দল জয়লাভ করে।
১৫.	২৫ অক্টোবর হতে ১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দলের সাথে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক ৩টি টেষ্ট ম্যাচ এবং ৫টি ওয়ানডে ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ১ম টেস্টে ৩ উইকেটে, ২য় টেস্টে ১৬২ রানে এবং ৩য় টেস্টে ১৮৬ রানে (সবকটিতে জিতে) হোয়াইট ওয়াশ করে এবং ওয়ানডেতে ১ম ম্যাচে ৮৭ রানে, ২য় ম্যাচে ৬৮ রানে, ৩য় ম্যাচে ১২৪ রানে, ৪র্থ ম্যাচে ২১ রানে এবং ৫ম ম্যাচে ৫ উইকেটে (৫-০) জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে হোয়াইট ওয়াশ করার গৌরব অর্জন করে।
১৬.	নভেম্বর, ২০১৪ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাফ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ মহিলা দল আফগানিস্তানকে ৬-১, মালদ্বীপকে ৫-১ গোলে হারিয়ে সেমি ফাইনালে উঠার গৌরব অর্জন করে।
১৭.	১৩ নভেম্বর হতে ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত ভুটানে অনুষ্ঠিত কিংস কাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
১৮.	১৭-২৪ নভেম্বর, ২০১৪ পর্যমত্ম উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত আফ্রো এশিয়ান ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ভারোত্তোলন দল (পুরুষ ও মহিলা) ২টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।
১৯.	৩০ নভেম্বর হতে ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত জুনিয়র এএইচএফ আন্তর্জাতিক হকি কাজে (বাছাই পর্বে) বাংলাদেশ হকি দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
২০.	০৩-০৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যমত্ম পাকিসত্মানের ফয়সালাবাদে অনুষ্ঠিত আইএইচএফ ট্রফি টুর্ণামেন্ট-২০১৪ (বিজিয়ন-২) এ বাংলাদেশ মহিলা যুব হ্যান্ডবল দল চ্যাম্পিয়নশীপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং একই খেলাতে বাংলাদেশ পুরুষ হ্যান্ডবল দল ৪র্থ স্থান অধিকার করে।
২১.	১৬ জানুয়ারি হতে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা অনুষ্ঠিত যুব ক্রিকেটে ৫টি ওয়ান ডে ম্যাচে বাংলাদেশ অনুর্দ্ধ ১৯ ক্রিকেট দল ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতে দারুন সফলতা অর্জন করে।
২২.	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ হতে ৭ জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইউথ এন্ড জুনিয়র ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপে ২টি সিলভার এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে (মহিলা ভারোত্তোলন)।
২৩.	২৯ জানুয়ারি হতে ৮ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ পর্যমত্ম বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ আন্তর্জাতিক ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ফুটবল দল রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২৪.	১৪ ফেব্রুয়ারি হতে ২৯ মার্চ ২০১৫ পর্যমত্ম অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ক্রিকেট ১৮ ফেব্রম্নয়ারি ১৫ তারিখে আফগানিসত্মানকে ১০৫ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এক স্মরনীয় জয় লাভ করে। ২ মার্চ ২০১৫ তারিখে স্কটল্যান্ড ক্রিকেট দলকে ৬ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জয় লাভ করে এবং ইংল্যান্ডকে ১৫ রানে হারিয়ে কোয়াটার ফাইনালে উঠার গৌরব অর্জন করে।
২৫.	১৭-২১ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড আরচ্যারী র‌্যাংকিং স্টেজ -২ টুর্নামেন্ট রিকার্ভ পুরুষ ডিভিশনে বাংলাদেশ আরচ্যারী দল দলগতভাবে রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
২৬.	১৯-২২ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত ফিলিপাইনের রাজধানী মেনিলায় অনুষ্ঠিত আমন্ত্রণমূলক উম্মুক্ত আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির কৃতি এ্যাথলেট তামান্না আক্তার ২০০ মিটার স্প্রিন্টে ১টি স্বর্ণ ও ৪০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ এবং আইরিন আক্তার ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ও লং জাম্পে ২টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।
২৭.	২৬ মার্চ হতে ১ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত নেপালের নাগ কোটে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ দাবার বাছাই পর্ব। এশিয়ান জোনাল (৩-২ জোন) দাবা প্রতিযোগীতা ২০১৩ উন্মুক্ত বিভাগে বাংলাদেশের গ্র্যান্ড মাষ্টার জিয়াউর রহমান ও মহিলা বিভাগে মহিলা আর্ন্তজাতিক মাষ্টার শামীমা আক্তার লিজা উভয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আজার বাইজানে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড কাপ দাবার চুড়ান্ত পর্বে অংশ গ্রহণের গৌরব অর্জন করে।
২৮.	৮-২৪ এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৭টি ওয়ানডে ক্রিকেট সিরিজে অনুর্ধ্ব-১৯ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬-১ ব্যবধানে বাংলাদেশ অ-১৯ ক্রিকেট দল সিরিজ জয় করে।
২৯.	১৭ এপ্রিল হতে ১০ মে, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩টি ওয়ানডে, ১টি টি-২০ এবং ২টি আন্তর্জাতিক টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে ১ম ওয়ানডেতে ৭৯ রানে, ২য় ওয়ানডেতে ৭ উইকেটে এবং ৩য় ওয়ানডেতে ৮ উইকেটে পাকিস্তানকে পরাজিত করে হোয়াইট ওয়াশ করার অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল একমাত্র টি-২০ ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে অবিস্মরণীয় গৌরব অর্জন করে।
৩০.	২০-২৫ এপ্রিল, ২০১৫ পর্যন্ত নেপালে অনুষ্ঠিত এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ অ-১৪ মহিলা ফুটবল দল ফাইনালে খেলার গৌরব অর্জন করে। ভূমিকম্পের জন্য ফাইনাল খেলাটি স্থগিত করা হয়।
৩১.	২১-২৫ মে, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক আন্তর্জাতিক বধির দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ বধির পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এক অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করে।
৩২.	১৬-২২ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ স্টেজ-২ (ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিং) আরচ্যারী টুর্ণামেন্টে পুরুষ দল (দলগত ইভেন্টে) রৌপ্য পদক অর্জন করে।

৩৩.	০৫-০৮ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত জাপানের কিতাফিউগুতে অনুষ্ঠিত ৪৯তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং এবং ফিটনেস চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের বডি বিল্ডার মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।
৩৪.	০৭-০৯ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ''৪র্থ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল ৭৮টি স্বর্ণ, ৮৬টি রৌপ্য এবং ১০৮টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
৩৫.	১০-২৪ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১টি টেষ্ট এবং ৩টি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে ১ম ওয়ানডেতে ভারতকে ৭৯ রানে এবং ২য় ওয়ানডেতে ৬ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয় করেন।
৩৬.	২১ জুন, ২০১৫ থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ৩ লাখ ডলারের টুর্ণামেন্ট কাপ গলফ টুর্ণামেন্টে বাংলাদেশের গলফার সিদ্দিকুর রহমান ৩য় স্থান লাভ করে ১৭ হাজার ডলার অর্জন করেন।

গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড ফিল্ডসাইড সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম

চুয়াডাঙ্গা স্টেডিয়াম গ্যালারী

হবিগঞ্জ জেলা স্টেডিয়াম

মিডিয়া সেন্টার সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকল্পে সংশ্লিষ্ট সনে বিকেএসপি'র কর্মকান্ডের তথ্যাবলী

পটভূমিঃ

বিশ্বের সকল মানুষের কাছে খেলাধুলার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। একটি দেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বলত করার পেছনে যে ক্ষেত্রটি উল্লেখযোগ্য ভহমিকা রেখে আসছে তা হচেছ ক্রীড়া। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রচার মাধ্যমে প্রাধান্য সবই এর সত্যতা প্রমাণ করে। ক্রীড়ার এই গুরুত্বের কারণে প্রত্যেকটি দেশই নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশুতিতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন ক্রমশঃ দুরুহ হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেশের ক্রীড়াঙ্গনের মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পরিমন্ডলে সুনাম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়ানুরাগীরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতা দূরীকরণের প্রয়াসে একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যেখানকার প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকেরা এগিয়ে নিয়ে যাবে সারাদেশের ক্রীড়া কর্মকান্ডকে। একই সাথে যেখানে সমন্বয় ঘটবে দেশের সম্ভাবনাময় ক্রীড়া প্রতিভা, সেরা ক্রীড়া প্রশিক্ষক ও আধুনিকতম ক্রীড়া সুবিধাদির এবং তৈরী হবে দেশের সর্বোৎকৃষ্ট খেলোয়াড়। যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশকে সারা বিশ্বে একটি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই প্রত্যাশা পূরনের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহন করে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ স্পোর্টস (বিআইএস) নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠা দেবার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থানঃ

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দুরত্বে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে জিরানীতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপির অবস্থান। রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে প্রায় ০২ ঘন্টা সময়ের পথ ধরে এর দুরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাদেশঃ

১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের' আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশের আওতায় একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে।

পরিচালনা পর্ষদঃ

ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
খ) সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
গ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঘ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঙ) চেয়ারম্যান, গভর্ণিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
চ) চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ছ) চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
জ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঝ) মহা-সচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
ঞ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য-সচিব

উদ্দেশ্যঃ

ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়স ভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্ত করা।

চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ে সহজাত প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীঃ

ক) দেশের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিজ্ঞান ভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং সেই সাথে তাদের সণাতক পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।
খ) দেশে দক্ষ কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
গ) দেশে বিদ্যমান কোচ, রেফারী ও আম্পায়ারদের কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধি করা।
ঘ) আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
ঙ) কোচ, রেফারী ও আম্পায়ারদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;
চ) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;
ছ) ক্রীড়া বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী, বুলেটিন ও সমসাময়িক তথ্য সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
জ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের স্বার্থে সহায়ক সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ)। মহাপরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপিতে বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যাঃ

ক্র	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক)	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা-কর্মচারী	২৫৩ জন
খ)	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুরে রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী	৩৫ জন
গ)	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী	১৩২ জন
ঘ)	দৈনিক সম্মানী ভিত্তিক কর্মকর্তা	৪৬ জন
ঙ)	দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী	১৪৪ জন

ক্রীড়া বিভাগঃ

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ক)	আর্চারী
খ)	এ্যাথলেটিক্স
গ)	বাস্কেটবল
ঘ)	বক্সিং
ঙ)	ক্রিকেট
চ)	ফুটবল
ছ)	জিমন্যাষ্টিক্স
জ)	হকি
ঝ)	জুডো

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ঞ)	কারাতে
ট)	শ্যুটিং
ঠ)	সাঁতার
ড)	টেবিল টেনিস
ণ)	তায়কোয়ান্ডো
ত)	টেনিস
থ)	উশো
দ)	ভলিবল

ছাত্র সংখ্যাঃ

বিকেএসপিতে ক্রীড়াশৈলী অর্জনের সাথে সাথে ৪র্থ শ্রেণী হতে সণাতক শ্রেণী পর্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিকেএসপির (০৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ) ১৭টি ক্রীড়া বিভাগে বর্তমানে ৯৭ জন ছাত্রীসহ ৭২০ জন প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহন করছে। শুধুমাত্র টেনিস, জিমন্যাষ্টিক্স, বক্সিং এবং সাঁতারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে প্রশিক্ষনার্থী ভর্তি করা হয়। যেহেতু টেনিস, জিমন্যাষ্টিক্স, বক্সিং ও সাঁতারে টপ পারফরমেন্স লেভেল অল্প বয়সে হয়, তাই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির সাফল্যঃ

ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম	স্থান	সন	ফলাফল
আরচ্যারী	এশিয়ান কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং টুর্ণামেন্ট	থাইল্যান্ড	২০১৫	০২টি স্বর্ণ

এ্যাথলেটিক্স	আমন্ত্রণমূলক উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ফিলিপাইন	২০১৫	০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ
	স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ভাষা সৈনিক একেএম শামসুজ্জোহা স্মৃতি ৩১তম জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	২২টি স্বর্ণ, ০৮টি রৌপ্য, ০২টি ব্রোঞ্জ ও ০৬টি নতুন জাতীয় রেকর্ড (দলগত চ্যাম্পিয়ন)

জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০১৫ এর দ্রুততম মানব রচি ও দ্রুততম মানবী দিশা খানম

বক্সিং	জাতীয় ইন্টারমিডিয়েট বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	০২টি স্বর্ণ ও ০১টি রৌপ্য (দলগত রানারআপ)
	ওয়ালটন বিজয় দিবস ইন্টারমিডিয়েট বক্সিং প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	০৭টি স্বর্ণ ও ০৮টি রৌপ্য (দলগত চ্যাম্পিয়ন)

ক্রিকেট	বিকেএসপি-মোহালী ক্রিকেট সেন্টার অনূর্ধ্ব-১৮ ক্রিকেট সিরিজ প্রতিযোগিতা-২০১৪	বিকেএসপি	২০১৪	চ্যাম্পিয়ন

ফুটবল	সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৪	ভারত	২০১৪	সেমিফাইনালে উন্নীত
	পাইওনিয়ার ফুটবল লীগ	ঢাকা	২০১৫	চ্যাম্পিয়ন

কারাতে	৫ম উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৪	নেপাল	২০১৪	০২টি স্বর্ণ, ০৩টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ
	স্বাধীনতা দিবস কারাতে প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	০৪টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ১০টি ব্রোঞ্জ
	৪র্থ ফজিলাতুন্নেছা আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	০৫টি স্বর্ণ, ০৪টি রৌপ্য ও ০৩টি ব্রোঞ্জ
শ্যুটিং	জাতীয় এয়ারগান চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	০২টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ (দলগত রানার আপ)
	বিজয় দিবস উন্মুক্ত শ্যুটিং প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	০২টি স্বর্ণ, ০২টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ
	স্বাধীনতা দিবস উন্মুক্ত শ্যুটিং প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৫	০১টি রৌপ্য ও ০১টি ব্রোঞ্জ
	ফিজআপ ড্রিঙ্কস ২০তম আন্তঃ ক্লাব কাপ শ্যুটিং প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	০২টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০১টি ব্রোঞ্জ (দলগত রানার আপ)
	২৭তম জাতীয় শ্যুটিং প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	০২ স্বর্ণ, ০২টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ
সাঁতার	সার্ক আন্তঃ স্কুল আমন্ত্রণমূলক সাঁতার প্রতিযোগিতা-২০১৪	নেপাল	২০১৪	২৪টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	আরএমএম গ্রুপ ২৭তম জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা ও গোপালগঞ্জ	২০১৪	০৩টি স্বর্ণ ও ০২টি ব্রোঞ্জ (দলগত তৃতীয় স্থান)

জাতীয় জুনিয়র বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা ২০১৪ এর ঘেরা খেলোয়াড় ও পদক বিজয়ী বিকেএসপির সাঁতারু দথৈ.প্রু মারমা

তায়কোয়ান্ডো	১৩তম জাতীয় সিনিয়র তায়কোয়ান্ডো প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	১০টি স্বর্ণ ও ০২টি রৌপ্য (দলগত চ্যাম্পিয়ন)
	বিজয় দিবস তায়কোয়ান্ডো প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	০৩টি স্বর্ণ ও ০১টি রৌপ্য (দলগত চ্যাম্পিয়ন)

কোরিয়া এম্বেমেডর কাপ তায়কোয়ান্ডো প্রতিযোগিতা ২০১৫ এর চ্যাম্পিয়ন দলকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা (দক্ষিণ) মাননীয় মেয়র জনাব সাঈদ খোকন

টেনিস	৯ম বিকেএসপি এশিয়ান সিরিজ টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৪	ঢাকা	২০১৪	ডাবলস্-এ রানার আপ
	আইটিএফ অনূর্ধ্ব-১৪ ও নীচ এশিয়ান টেনিস প্রতিযোগিতা	ভিয়েতনাম	২০১৫	বালক দ্বৈতে রানার আপ

৯ম বিকেএসপি এশিয়া অনূর্দ্ধ-১৪ সিরিজ টেনিস টুনার্মেন্ট-২০১৪ এর পদক বিজয়ীদের সাথে অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল মোঃ ফজলুল হক, পিএসসি

টেবিল টেনিস	প্রাইজমানি ওপেন র‍্যাঙ্কিং টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা-২০১৫	ঢাকা	২০১৫	০১টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০১টি ব্রোঞ্জ (দলগত রানার আপ)

২৫ তম জাতীয় যুব হকি প্রতিযোগিতা ২০১৫ চ্যাম্পিয়ন দলের বেস্ট প্লেয়ার প্রাইজ মানি বিতরণ করছেন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এম.পি

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
০১।	এক্সারসাইজ ফিজিওলজি	০৩
০২।	সায়েন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং	০৩
০৩।	স্পোর্টস সায়কোলজি	০১
	মোট =	০৭

<u>১৪-২০১৫ আর্থিক সালে এডিপিতে গৃহীত প্রকল্পঃ</u>

ক) বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান (সংশোধিত)।

খ) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন।

গ) তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকেএসপির ক্রীড়া সুবিধাবলীর আধুনিকায়ন।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রীড়া পরিদপ্তর

ভূমিকাঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনাতা সৃষ্টি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ, অটিজম ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত গ্রামীণ খেলাধুলার আয়োজন,শিক্ষাঙ্গনে খেলাধুলার চর্চা, মহিলা ক্রীড়ার বিকাশ এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে যুব ও যুব মহিলাদের জন্য ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ১৯৭৬ সালে সরকারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টির পর থেকে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণপূর্বক ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হয়।

বর্তমানে ক্রীড়া পরিদপ্তর অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি, অটিজম শিশুদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন, শিশুদের সাঁতার শেখানোর কার্যক্রম গ্রহণ, ক্রীড়া পরিদপ্তরের ওয়েব সাইট নির্মান, ক্রীড়া পরিদপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন, ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন, জেলা ক্রীড়া অফিসসমূহে ইন্টাররেট সংযোগ স্থাপন, সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে । ক্রীড়া পরিদপ্তর গত বৎসর থেকে ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে। এ টুর্নামেন্টর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের আওতায় এনে জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবোদ্ধাদের নজরে আনা।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) এক বছরের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) শিক্ষা প্রদান করছে। এর ফলে দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকার যুব শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর সৃষ্টির পর নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী ক্রীড়া পরিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত হয়ঃ

১	বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসমূহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় ক্রীড়ার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও তদ্সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২	বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনার যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ।
৩	উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার স্ব স্ব এলাকার ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন।
৪	দেশের স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীসহ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার পরিপূর্ণ উন্মেষ সাধন। ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করা।
৫	গ্রাম পর্যায় হইতে জেলা পর্যন্ত যাবতীয় সব ক্রীড়া ক্লাবসমূহের সংগঠন পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারক।
৬	জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ উদযাপন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সংগে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে উহা করা।
৭	বয়স্কাউট সমিতির যে সমস্ত কার্যাবলী এ যাবত জন-শিক্ষা পরিচালনালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক দেখাশুনা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করিতেছিলেন সে সমস্ত দায়িত্ব ক্রীড়া পরিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত থকিবে।
৮	স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ।
৯	বিবিধ যুব কর্মসূচি প্রনয়ন, সম্পাদন ও বাস্তবায়ন।
১০	দেশের শিশু কিশোর ও যুব সংগঠনসমূহের বার্ষিক ক্রীড়া কার্যক্রমে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান।
১১	স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু কিশোর ও যুব সমাবেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা।
১২	সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের অধীনস্থ যে সব উন্নয়ন প্রকল্প স্পোর্টস ডাইরেকটরেটের দায়িত্বে দেয়া হবে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

ভিশনঃ

দেশের সকল শিশু ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিনত করা।

মিশনঃ

দেশের তৃণমূল পর্যায়ের শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মধ্যেমে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে যুগোপযোগী শিক্ষা দানপূর্বক প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষিত মানব সম্পদে পরিনত করা।

অর্গানোগ্রামঃ

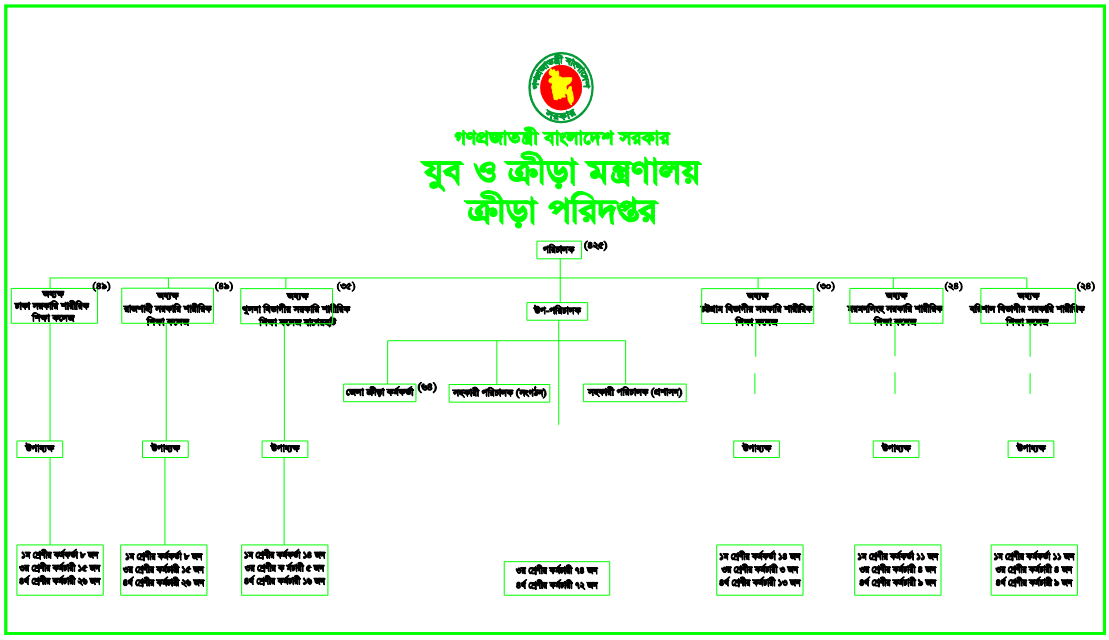

জনবলঃ

ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪২৫জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এর মধ্যে ৪জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১৮জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসে প্রতিটিতে একজন প্রথম শ্রেণির জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ও দুই জন কর্মচারীসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশাহী, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল, জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে।

নাগরিক সেবাঃ

ক্রমিক	সেবার নাম
১	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।
২	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে এক বছরের আবাসিক শিক্ষা দান।
৩	ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ সাধন।
৪	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মা্যধ্যমে ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান।
৫	মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।
৬	জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্লাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।

বার্ষিক বরাদ্দঃ ক্রীড়া পরিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ।

অর্থবছর	রাজস্ব (হাজার টাকায়)	উন্নয়ন (হাজার টাকায়)
২০১৩-২০১৪	১৫,০৬,৯৭	--
২০১৪-২০১৫	১৬,২৫,০০	--

ক্রীড়া সামগ্রীঃ

ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় খাতে বরাদ্দঃ

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৩-২০১৪	৩,২০,০০০.০০ টাকা	--
২০১৪-২০১৫	৩,৪০,০০০.০০ টাকা	--

ক্রীড়া পরিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্রীড়া ক্লাবে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় খাতে বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়পূর্বক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকহলে বরাদ্দ প্রদান এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের (সুপারিশসহ) প্রেক্ষিতে বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণঃ

অর্থবছর	ক্রীড়া ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	৪৯৮৫টি
২০১৪-২০১৫	৫৫০০টি

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রমঃ

দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়াই উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৪-২০১৫অর্থবছরে নানামূখি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবী, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে ক্রীড়া ক্ষেত্রে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি, ক্রীড়াক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলায় ক্রীড়ার ৪টি বিষয়ে মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ, ৪টি বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন,৬০টি ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, ১২টি অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি এবং গ্রামীণ খেলাধুলার অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ক্রীড়া উৎসব বাস্তবায়িত হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর অটিস্টিক ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করে। অটিজম শিশুদের নিয়ে সেমিনার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, অটিজম শিশুদের নিয়ে মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শনও তাদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজিত মাসব্যাপী ক্রিকেট প্রশিক্ষণের দৃশ্য

ঢাকা জেলা ক্রীড়া অফিস আয়োজিত মাসব্যাপী হকি পশিক্ষণের দৃশ্য

অটিস্টিক শিশুদের মনোজ্ঞ ডিসপ্লে

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির পরিসংখ্যানঃ

welq	cwk¶‡Yi msL¨v	cwZ‡hvwMZvi msL¨v	AwURg I mvqyeKvk RwbZ mgm¨v wel‡q m‡PZbZv mðói Kvhµg	µxov wel‡q DØy× KiY Kvhµg	µxov Drme	me‡gvU
dUej	64	64				
wµ‡KU	64	-				
nwK	15	-				
fwjej	58	5				
n¨vÛej	55	7				
`vev	-	10				
KvewW	-	36				
mvZvi	-	26				
e¨vWwg›Ub	-	40				
A¨v_‡jwUKm	-	64				
wRgb¨vmw÷K	-	1				
ivMex		3				
MvgxY µxov	-	128				
†gvU	256	384	768	3840	64	5312

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সারাদেশে ফুটবলে ১২৮টি, ক্রিকেটে ৬৪টি, হকিতে ১৫টি, ভলিবলে ৬৩টি ও হ্যান্ডবলে ৬২টি, কাবাডিতে ৩৬টি, দাবায় ১০টি, সাঁতারে ২৬টি, ব্যাডমিন্টনে ৪০টি, জিমন্যাস্টিকসে ০১টি, রাগবীতে ০৩টি, অ্যাথলেটিক্সে ৬৪টি এবং ১২৮টি গ্রামীণ ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ে ক্রীড়া সচেতনা সৃষ্টির জন্য ৭৬৮টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম,দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাদেশে ৩৮৪০টি উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচি এবং ৬৪টি ক্রীড়া উৎসবের মাধ্যমে ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণে ৭৯০০জন ছেলেমেয়ে, প্রতিযোগিতায় ২৬০০০জন ছেলেমেয়ে এবং ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করণ কর্মসূচীতে ২৩৫০০০জন ছেলেমেয়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে। দেশের তৃণমূল পর্যায় হতে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত এ কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১৪-২০১৫ এ দেশের প্রতিটি জেলার ফুটবল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ফুটবল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের মধ্য হতে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অনুশীলণপূর্বক বিভাগীয় দল গঠন করে ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল হতে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করে তাদের জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. শ্রী বীরেন শিকদার, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ এর রানার্স-আপ ঢাকা বিভাগের খেলোয়াড়দের সাথে সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব আরিফ খান জয়, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৪ ও ২০১৫ থেকে প্রাপ্ত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের দৃশ্য।

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবলঃ

অর্থবছর	জেলা	বিভাগ	জাতীয়	প্রতিভাবান খেলোয়াড়	প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের প্রশিক্ষণ
২০১৩-২০১৪	২২৪০ জন	১৮৯ জন	১১২ জন	৩৩ জন	-
২০১৪-২০১৫	২৫৬৯ জন	১৮৯ জন	১১২ জন	৪৪ জন	৭৭ জন

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রতিটি জেলার কর্মসূচিতে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার দিন আমাদের দেশের প্রচলিত গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাগুলি আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করায় ঐ দিনটি ক্রীড়া উৎসবে পরিনত হয়।

গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যাঃ

সন	জেলার সংখ্যা	খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	৬৪	১২৮০০ জন
২০১৪-২০১৫	৬৪	১৫৩০০ জন

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজঃ

ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রী লাভ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহে,শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক, প্রভাষক তথা প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরী প্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা লাভ করছে।

৬টি সরকারি শরীরিক শিক্ষা কলেজ হতে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) বিষয়ে ডিগ্রী লাভকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা।

সন	সংখ্যা
২০১৪	৮৪৫ জন

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০১৫ সালে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

ক্রমিক	কলেজের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।	২৩৫জন
২	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, রাজশাহী।	২৫০জন
৩	চট্রগ্রাম বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, চট্রগ্রাম।	২৪ জন
৪	খুলনা বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বাগেরহাট।	১১৫ জন
৫	বরিশাল বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বরিশাল।	১১০ জন
৬	ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ।	১১৫ জন
	মোট	৮৪৯ জন

বর্তমান সরকারের সময়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাফল্যঃ

- ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট নির্মান।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ৬৪ জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে অন লাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা।
- একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্ভিস প্রোফাইল বুক প্রণয়ন।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ক্রীড়া পরিদপ্তর খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য বার্ষিক ক্রীড়াসূচীতে কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত দেশের আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যে ৬১৩ জনকে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪ জনকে ২৫,০০০/- টাকা হারে, ৪ জনকে ২০,০০০/- টাকা করে বাকী ৬০৫ জনকে প্রত্যেককে ১৫,০০০/- করে মোট ৯২,৫৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।